রুশদি'র লজ্জা এবং মধ্যরাতের সন্তানেরা

ড. শামস্ রহমান

তখন বিলাতে। সময়টা ১৯৮৮। সম্ভবত জুলাই মাস। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকতেই ম্যাগাজিন স্ট্যান্ডে একটি গ্লোসি ম্যগাজিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচ্ছদের পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে একটা ছবি, চেহারা আর গড়নে উপমহাদেশের কেউ হবে বলে মনে হয়। স্বভাবতই আগ্রহ জাগে জানার। প্রচ্ছদ কাহিনীর পৃষ্ঠা উলটাতেই শিরনামে চোখে পরে - সালমান রুশদি। নামটা আমার কাছে তখনও অপরিচিত। প্রচ্ছদ কাহিনী রচয়িতা একজন বৃটিশ সাহিত্য সমালোচক। লিখেছেন - 'রুশদি এমন একজন উপন্যাসিক যে সে দ্বিতীয়বার 'বুকার্স্ প্রাইজ' না পেলে অতৃপ্ত থেকে যাবে তার আত্মা '। উপমহাদেশের এত বড় মাপের একজন লেখক, অথচ, লেখা পড়া তো দূরের কথা, কখনো নামই শুনিনি তার। কিছুটা অস্বস্তি লাগে নিজের কাছে।

> 'মিড্নাইট চিলড্রেনের বিষয়বস্তু ভারত বিভাগের ঘটনাবলী। অন্যদিকে দেশ হিসেবে পাকিস্তান গড়ার নির্লজ্জ ও লোভী প্রয়াস হচ্ছে 'শেমের' বিষয়বস্তু।
>
> 'মিড্নাইট চিলড্রেন' যদি ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, 'শেম' পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে নিন্দা।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই প্রকাশিত হয় সালমান রুশদির বহুল আলোচিত গ্রন্থ - The Satanic Verses বা শয়তানের মন্ত্র। গ্রন্থটি একদিকে পাশ্চাত্যে যেমন প্রশংসিত হয়, মনোনিত হয় 'বুকার্স্ প্রাইজের' জন্য; অন্যদিকে প্রাচ্যে, বিশেষ করে মস্লিম বিশ্বে, লক্ষ লক্ষ স্বাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসে আঘাত করায় সমালোচিত ও আক্রান্ত হয় অত্যন্ত কঠোর ভাবে। প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মাথায় ব্রাডফোর্ডে জনসমুক্ষে বইটি পোড়ালে বৃটিশ সরকারের জন্য এটা একটি 'বার্নিং ইসু' হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আসে খোমেনীর ফাত্ওয়া। ফলে গ্রন্থটি হয় বাক্স বন্দি, আর লেখক হয় গৃহবন্দি।

যতটুকু জানা যায় সালমান রুশদির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'Grimus'। বইটি কখনো দেখেনি, পড়িনি বা এর উপর কখনো কোন আলোচনা/সমালোচনা ও শুনিনি। হতে পারে এটা ব্যাপক পটভূমি জুড়ে এক বিশাল কোন গল্প, নাতিদীর্ঘ কোন উপন্যাস কিংবা জটিল কোন কাব্যগ্রন্থ। কে জানে? গ্রন্থটি খাটো করে দেখার কোন অভিপ্রায় আমার নেই, শুধুই পাঠকদের জানানো যে রুশদি তখনো একজন দক্ষ লেখকের সাক্ষর রাখতে পারেনি, বা কেউ তাকে আবিষ্কার করেনি একজন সম্ভাবনাময় লেখক হিসেবে।

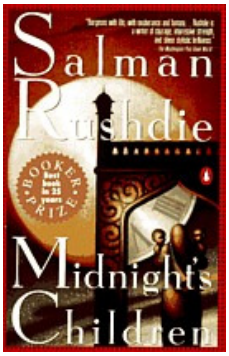

রুশদির প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ "Midnight's Children' (মধ্যরাতের সন্তানেরা) (জানা যায় এর আগের তিনটি গ্রন্থের পান্ডলিপি কোনদিন পৌঁছতে পারেনি ছাপাখানার দোড় গড়ায়)। গ্রন্থটি পাঠক-সমালোচক উভয়কেই দারুনভাবে নাড়া দেয়। গ্রীক দেবতা যুসে'র মেধা ও গুণাবলী নিয়ে 'Athene' রূপে রুশদির যেন 'মিড্নাইট চিলড্রেনের' মাঝে পুনঃজন্ম হয় ইংরেজি তথা বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে। সহজাত গুণাবলীর অধিকারী, রুশদি ঠাট্টার ছলে গল্প বলার এক বিশেষ দক্ষতা নিয়ে হঠাৎ যেন আবির্ভূত হয় একজন শক্তিশালী লেখক রূপে। উপন্যাসটি 'বুকার্স্

প্রাইজ' সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কৃত হয় আরও অনেক পুরস্কারে। এরপর প্রকাশিত হয় তৃতীয় গ্রন্থ 'Shame' (লজ্জা)। এই উপন্যাসটিও পাঠকদের প্রশংসা কুড়োয় এবং পুরস্কৃত হয় বহুবার। এ ছাড়া 'শয়তানের মন্ত্রের' আগে ও পরে প্রকাশিত হয় রুশদির আরও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ।

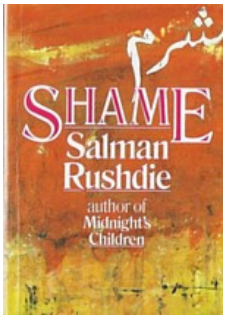

উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ৮০ দশকের শুরুতে রচিত ও প্রকাশিত 'মিড্‌নাইট চিলড্রেন' এবং 'শেমের' বিষয়বস্তু আজও প্রাসঙ্গিক। গ্রন্থ দুটির উপর আজগের আলোচনার এটাই কারণ।

'মিড্‌নাইট চিলড্রেনের' বিষয়বস্তু ১৯৪৭'এ ভারত বিভাগের ঘটনাবলী, যা বর্ণিত হয় গ্রন্থের মূল চরিত্রের কণ্ঠে - যার জন্ম '৪৭'র মধ্যরাতে। অন্যদিকে দেশ হিসেবে পাকিস্তান গড়ার নির্লজ্জ ও লোভী প্রয়াস হচ্ছে 'শেমের' বিষয়বস্তু। স্বীকার্য যে উপন্যাস দুটির ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন। স্বীকার্য যে এদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। তথাপি এ দুই উপন্যাসের 'রাগ', 'তাল', ও লক্ষ্য অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন - 'লেখকদের একটাই গল্প, যা তারা বার বার বলে, তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে'। ভারত বিভাগ ও দেশ ত্যাগের ঘটনা অবলম্বে রচিত হয়েছে অনেক উপন্যাস, গল্প; তৈরি হয়েছে বহু চলচ্চিত্র। রুশদিও এসেছে সেই একই গল্প নিয়ে। 'মিড্‌নাইট চিলড্রেন' বা 'শেম' খন্ডাতে পারেনি মার্কেজের উক্তি। তবে 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনে' রুশদি উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাসকে তুলে ধরে নতুন এক ঢং ও স্বাদে এবং বিশাল এক আঙ্গিকে। এতই বিশাল যে উপন্যাসের নায়ক জোরালো ভাষায় দাবি করে – 'To understand me you have to swallow a world'। সত্যি তাই। ১৯৪৭'এ উপন্যাসের নায়কের জন্মের ঘটনা থেকে শুরু করে, ভারত বিভাগ, দেশ ত্যাগ, নতুন রাষ্ট্রের শাসন ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সর্বপরি তেরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্নসমর্পনের মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। সেদিনের সেই ১৬ ই ডিসেম্বরের স্নিগ্ধ সকাল উপন্যাসের নায়কের ভাষায় ঃ "Once, long ago, on another independance day, the world had been saffron and green. This morning (১৬ ই ডিসেম্বর), the colours were green, red and gold. And in the cities, cries 'Joi Bangla!'. And voices of women singing – Our Golden Bengal ....."। এর প্রায় দুই যুগ পর হুমায়ুন আজাদও তার 'পাক সার জমিন সাদ বাদে' দেশকে অনেকটা একই ভাবে দেখেছেঃ 'চারিদিকে আমার সোনার বাংলা; ... চারিপাশ কী সবুজ; এক অরণ্যের পাশে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দেখি .... সমুদ্রের ভেতর থেকে সবুজের মাঝখানে একটি লাল টকটকে সূর্য উঠছে'। বাংলাদেশের সেই বিশেষ মূহুর্তের লেখকদ্বয়ের বিবরণ অভিন্ন হলেও, অন্তর্নিহিত ভাব ভিন্ন। 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনে' সালমান রুশদি বাংলাদেশের জন্মের কথা বলে; যে জন্ম হয় তেরানব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের অত্নসমর্পনের মাঝে। আর হুমায়ুন আজাদ বলে বাংলাদেশের পুনঃজন্মের কথা - স্বাধীনতা যুদ্ধাপরাধী চক্র এবং তাদের সহযোগী উগ্র তালিবানদের হাত থেকে মুক্তির মাঝে পুনঃজন্ম। এখানে রুশদি বা হুমায়ুন আজাদ কারও উদ্দেশ্য সঠিক ইতিহাস রচনা নয়। ইতিহাসকে পাশাপাশি রেখে কল্পনার মাঝে, লেখার নিজেস্ব ঢং'এ রুশদি সৃষ্টি করে এক বিশাল ছবি। 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনে' ৪৭'শে অর্জিত হয় এক স্বাধীনতা; ৭১'এ অন্য আর এক স্বাধীনতা। দুই স্বাধীনতা এসেছে দুই বিপরীতমূখী রাজনৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। এক স্বাধীনতা এসেছে ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে আলোচনার সমঝোতায়, অসহযোগ ও অহিংসার মাধ্যমে। অন্য স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তি ও

তাদের সহযোগী ঘাতক-চক্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। এক স্বাধীনতা আসে ধর্মের ভিত্তিতে; অন্য স্বাধীনতা অর্জিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতার দিক্ষায়।

চল্লিশ বছর পর আবার বাস্তব রূপ নিচ্ছে আত্নসমর্পনকারী তেরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের দোসরদের বিচারের দাবি। অপরাধের বিচারের জন্য অপরাধীর বয়স কিংবা অপরাধ সংগঠিত হওয়ার সময়কাল কোন অন্তরায় নয়। আর অন্তরায় নয় বলেই আজ সত্তুর বছর পরেও নাৎসি, পয়ত্রিশ বছর পরেও খেমাররুশ আর প্রায় কুড়ি বছর পরেও সার্বিয়ানদের বিচার হচ্ছে। অপরাধের বিচার অবশ্যই হতে হবে। সেটাই সভ্য সমাজের বিধান। তবে বিচারে দন্ড প্রয়োগ কি ভাবে, কত দীর্ঘ হবে সে ক্ষেত্রে অপরাধীর বয়স বিবেচ্য বিষয় হলে হতেও পারে।

আকারে 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনের' মত দীর্ঘ না হলেও 'শেম' তুলনামূলকভাবে আরও কঠিন ও চতুর্যপূর্ণ উপন্যাস। প্রেক্ষাপট ও ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন হলেও 'শেম' 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনের' এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যেমন সত্যজিতের ট্রিলোজি - পথের পাচালি, অপুর সংসার ও অপরাজিত অপরাজিত । 'শেমে' বজায় রয়েছে 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনের' ধারাবাহিকতা। ভাব ও রাগের তালও দুটি গ্রন্থে প্রায় একই রকম। তবে স্বীয় ভ্রাতৃ হননের মাঝে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে যে প্রচন্ড ক্রোধের জন্ম হয় তা অকথ্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে 'শেমে'।

'মিড্‌নাইট চিলড্রেন' যদি ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, তাহলে 'শেম' পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে নিন্দা ও ধিক্কার। পাকিস্তান 'insufficiently imagined' একটি দেশ - পাকিস্তানের সৃষ্টিকে রুশদি এভাবেই মন্তব্য করে। দেশ হিসেবে পাকিস্তান কতটা অপ্রতুল ধারণায় সৃষ্ট তা শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতাই প্রমান করে না; আজগের পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটই তার বড় প্রমান। কিভাবে ধর্ম ভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বকে আকড়ে একটি দেশ হয়? রুশদির সেখানেই প্রশ্ন। কিভাবে ইতিহাস-সমৃদ্ধ একটি মানব গোষ্ঠি রূপান্তরিত হয় ইতিহাস-বর্জিত গোষ্ঠিতে? 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনের' নায়কের জন্ম ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭। সেই ঘটনার বর্ণনাকারী। অন্যদিকে 'শেমের' লেখক নিজেই নায়ক এবং বর্ণনাকারী। কোন প্রকার ভনিতার আশ্রয় না নিয়ে যে সরাসরি বলে - 'আমি একজন মহাজির' - যে তার অতীত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়ে শত সহস্র অচেনা, অজানা জনতার সমূক্ষে নির্লিপ্ত দন্ডায়মান। 'শেমে' মহাজিরে পরিনত হওয়ার প্রক্রিয়া ফিজিকাল অর্থে। মানে, বাসস্থান ত্যাগের মাঝে অতীত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়ে। তবে এটাও সত্য মহাজিরে রূপান্তর শুধু বাসত্যাগের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। নিজ পরিমন্ডলেও তা সম্ভব। যেমন, '৭১ উত্তর প্রজন্মকে তাদের বাসস্থানেই মহাজিরে পরিনত করেছে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করে।

'শেমের' শুরুতে মনে হয় উপন্যাসটি ওমর খাইয়াম সম্পর্কিত, যেন সে জন্মেছে তিন মায়ের গর্ভে। মহাজিরের লজ্জা কোনদিন যেন স্পর্শ করতে না পারে, তাই তাকে তিন নারী আগলে রাখে প্রতিনিয়ত। উপন্যাসের মাঝ পথে এসে মনে হয়, এটা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ দুই রাষ্ট্রনায়ক ভুট্টো ও জিয়ার উপর লেখা। শেষে হঠাৎ করেই গল্প মোড় নেয় অন্য পথে। এখানে রুশদি উপস্থাপন করে মহিলার এক রূপক রূপান্তর - বালিকা থেকে মাতৃত্বে। শুরুতে মিস্ হায়দার, শিশু সুলভ পবিত্র এক কিশোরী। শেষে সে রূপান্তরিত হয় মিসেস শাকিল নামক এক ভয়ঙ্কর মহিলায়। রূপান্তরটা অনেকটা যেন Jekyll থেকে Hyde… (শুধু পুরুষের পরিবর্তে মহিলা)। এখানেও মিস্ হায়দার মহাজির হিসেবে বিয়ের বেশে এক অপরিচিত পুরুষের (ভবিষ্যৎ স্বামী) মুখোমুখি।

‘শেম’ শেষ হয় রাগ আর ক্রোধে। ‘মিড্‌নাইট চিলড্রেনে’ উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই মূখ্য। এখানে রুশদি শুধুই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের তিক্ততা প্রকাশ করে; ব্যক্ত করে দূর্নীতি মূক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে অপারগতায় অপমান বোধের জ্বালা। শেষে অবশ্য এক ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত করেঃ ‘India's children of independance may have failed, but their children .... will grow up far tougher, not looking for their fate in prophecy or in the stars, but forging it in the implacable furnances of their wills’। রুশদির ভবিষৎ বাণী প্রমান করতে পেরেছে কি ‘মিড্‌নাইট চিলড্রেন’ উত্তর ভারতীয় প্রজন্মের প্রজন্ম? পারছে কি বাংলাদেশের ’৭১ উওর প্রজন্ম? প্রফেসি আর তারকা উপেক্ষা করে, দিক্ষা, শিক্ষা আর প্রজ্ঞা নিয়ে দৃঢ় সংকল্পে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চ আলোকিত করতে পারছে কি ’৭১ উত্তর প্রজন্ম?